টেনিস তারকাদের প্রেম

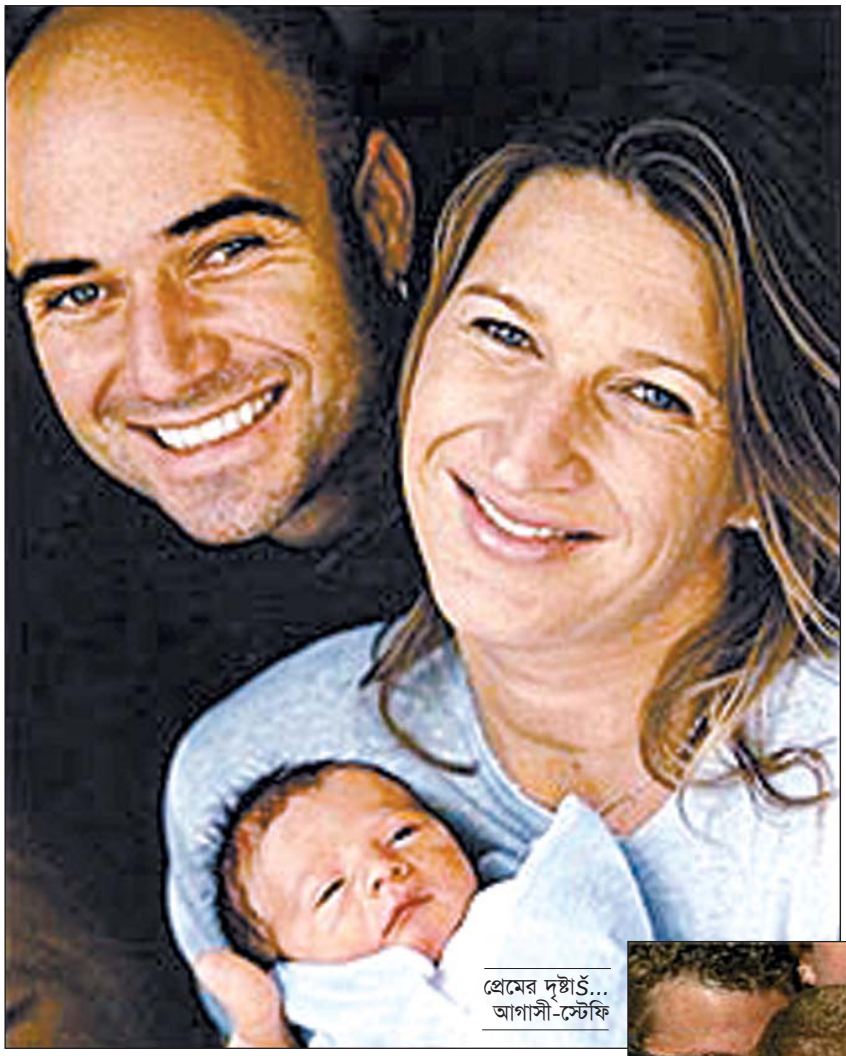

প্রেমের দৃষ্টান্ত... আগাসী-স্টেফি

লিখেছেন **মিশায়েল আহম্মাদ**

টেনিস একটা গ্ল্যামারাস খেলা। যেহেতু দলীয় খেলা নয়, তাই গ্ল্যামারটা অনেক বেশি ফুটে ওঠে এবং এর সুযোগও বেশি। আরেকটা বড় কথা, টেনিসে অনেক প্রাইজমানি, টাকার যোগাযোগ বেশি। এসব কারণে মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন টেনিস প্লেয়াররা। টেনিসে গ্ল্যামার প্রবর্তন করেন আন্দ্রে আগাসি- এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। আগাসি প্রথম খেলোয়াড়, যিনি কোর্টে রঙিন পোশাকে খেলেন। সেভাবেই তার ক্যারিয়ার, প্রেম-বিবাহ এবং জীবনও রঙিন। নব্বই দশকের প্রথম দিকে প্রেম করতেন বিখ্যাত আমেরিকান গায়িকা বারবারা স্ট্রেইস্যান্ডের সঙ্গে। কিশোর আগাসির তুলনায় স্ট্রেইস্যান্ড ছিলেন অনেক বড়। পরবর্তীতে সেই প্রেম ভেঙে যায় এবং আগাসি বিয়ে করেন হলিউড নায়িকা ব্রুক শিল্ডসকে। স্ট্রেইস্যান্ড ও পরে শিল্ডস- যখন যার সঙ্গে প্রেম করেছেন, তাকেই দর্শকদের মাঝে আগাসির খেলার সময় দেখা যেত। শেষমেশ আগাসি মহিলা টেনিসের মহারানী স্টেফি গ্রাফকে বিয়ে করেন। মজার ঘটনা, ওরা প্রেমে পড়েন 'প্রেমের শহর' প্যারিসে! যাই হোক, উড়নচন্ডি আগাসি এখন থিতু হয়ে আছেন, গ্রাফ তাকে বশে আনতে পেরেছেন। জয় হয়েছে প্রেমের।

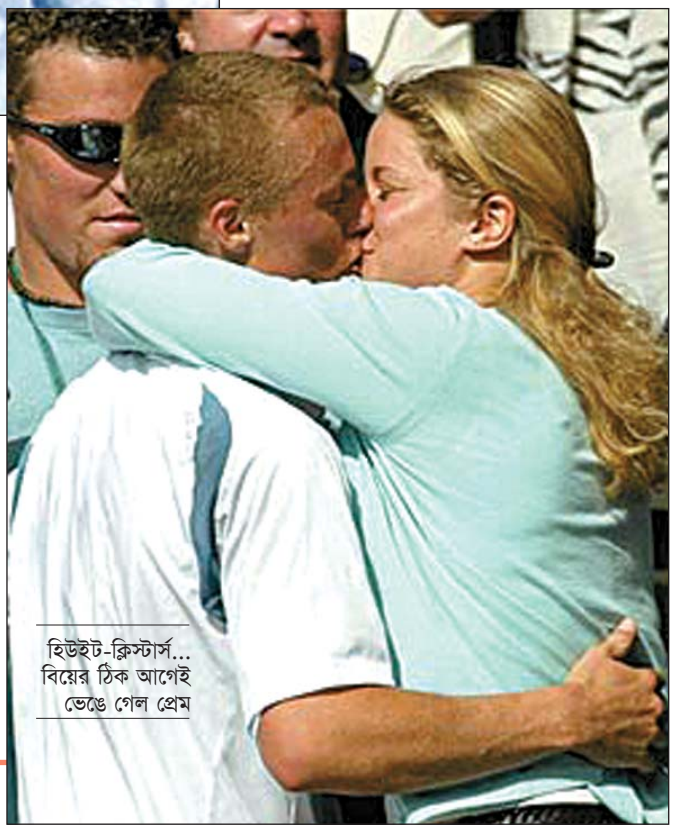

হিউইট-ক্লিস্টার্স... বিয়ের ঠিক আগেই ভেঙে গেল প্রেম

উন্মাদ আচরণের জন ম্যাকেরো প্রেমে পিছিয়ে ছিলেন না। এই মেজাজি আমেরিকান বিয়ে করেছিলেন সর্বকনিষ্ঠ অস্কার বিজয়ী টাটুম ও' নীলকে। অবশ্য ও' নীল পরে ড্রাগসে জড়িয়ে গেলে বিয়ে ভেঙে যায়। বরিস 'বুমবুম' বেকার বারবারা ফাল্টুসের বিয়ে জার্মানিতে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলো। বেকার ও বারবারার বিয়ে রক্ষণশীল জার্মান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার কারণ বারবারা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ। জার্মানিতে তারকাদের মাঝে এরকম ঘটনা বিরল হওয়ায় এ জুটি বহুল সমাদৃত ও দৃষ্টান্ত ছিলো। পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

পরপর পাঁচবার উইম্বলডন জেতেন সুইডিশ বিয়ন বর্গ। এটা তার সর্বোচ্চ পরিচয় হলেও তিনি ছিলেন খুব নামকরা প্লেবয়। সুদর্শন বর্গের প্রেমকাহিনী টেনিস বিশ্বের মুখরোচক গল্প ছিলো। এরকমই মুখরোচক

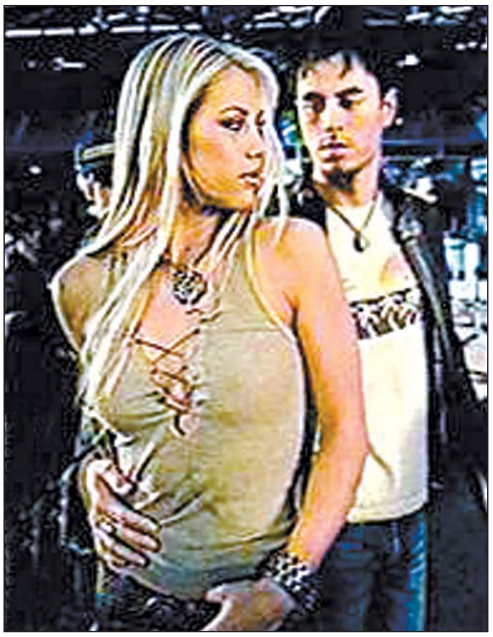

আশ্চর্য হলেও সত্য একসঙ্গে আছে কুর্নিকোভা-ইগলেশিয়াস

বেকার-বারবারা...জার্মানির এই স্বপ্নের জুটি টেকেনি বেশিদিন

গল্পের জন্মদাতা লেটন হিউইট ও কিম ক্লিস্টার্স। দুজনেই শীর্ষদশের খেলোয়াড়, প্রেম করতেন চুটিয়ে। কয়েক বছর প্রেম করার পর বিয়ে নিয়েও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই বোমা ফাটলো। তাদের প্রেম ভেঙে গেছে। বিয়ে হলে অবশ্যই বিষয়টা খুব আনন্দের হতো।

উপমহাদেশের লিয়েন্ডার পেজও কম যান না। তাকে ও বলিউড নায়িকা মহিমা চৌধুরীকে নিয়ে অনেক গুজব ছিলো। পরবর্তীতে প্রেমকে বিয়েতে রূপান্তর করতে পারেননি তারা।

টেনিসের সঙ্গে মেয়েদের আলাদা একটা সম্পর্ক আছে। টাকা, স্পন্সর, গ্ল্যামার, যৌনতা যাই বলেন, টেনিস ও মেয়েদের মাঝে যেন আছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। স্টেফি গ্রাফ ও কিম ক্লিস্টার্সের কথা আগেই লেখার প্রয়োজনে হয়ে গেছে। অন্যান্য বিখ্যাত যারা হিঙ্গিস, সারাপোভা, উইলিয়ামস বোনদ্বয়, হালের হাপ্পুকোভা, মিস্কিনা বা আগের সেলেস- এদের কারো নামের সঙ্গে রসালো প্রেমকাহিনী না জড়িয়ে থাকলে টেনিসের অবিসংবাদিত 'গ্ল্যামার গার্ল' আনা কুর্নিকোভা একাই একশ'। খেলা যেন নয়, রূপই প্রধান- এই হলেন কুর্নিকোভা। প্রেসম্যান-ফটোগ্রাফারদের চোখের মণি। গ্ল্যামার দিয়ে এতো মাতিয়ে রাখতে আর কোনো টেনিস তারকা পেরেছিলেন কি না জানা নেই। রাশিয়ান এই সুন্দরীর প্রেমকাহিনীও মন্দ নয়। এক সময় প্রেম করতেন আমেরিকার আইস হকি লীগে খেলা রাশিয়ার আন্দ্রে ফেদেরভ। কিছুদিন প্রেম করার পর জড়িয়ে পড়েন গায়ক এনরিকে ইগলেসিয়াসের সঙ্গে। অনেকের ধারণা ভুল করে এখনো এ তারকা জুটি প্রেমে আবদ্ধ আছেন।

ভারতের 'বিস্ময় বালিকা' সানিয়া মির্জা'র জনপ্রিয়তা আমাদের অঞ্চলে আকাশচুম্বি। সানিয়াকে নিয়ে একটি অসমর্থিত প্রেমকাহিনী আছে। তিনি আর ভারতের পেস বোলার জহির খান নাকি প্রেম করছেন। কোনো চাক্ষুস প্রমাণ এখন পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়। যাই হোক, জহির-সানিয়ার প্রেম হলে মন্দ হয় না!

'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উপলক্ষে আমরা আশা রাখতে পারি, অন্য টেনিস তারকাদের জীবনে আগাসি-স্টেফির প্রেম যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

বইয়ের বিজ্ঞাপনে বিশেষ ছাড়!

একুশে বইমেলা ২০০৬
উপলক্ষে সাপ্তাহিক ২০০০
বইয়ের বিজ্ঞাপনে
বিশেষ **ছাড়** দিচ্ছে।

শুধুমাত্র **ফেব্রুয়ারি** মাসের
জন্য প্রতি কলাম ইঞ্চি
৬০০ টাকার পরিবর্তে
মাত্র ৩৬০ টাকা

পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো
৮০০০ টাকার পরিবর্তে
৪৮০০ টাকা

অর্ধ পৃষ্ঠা সাদাকালো
৫০০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০০ টাকা

টাকা অগ্রীম প্রদান
করতে হবে

সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫০৯৫১-৩
বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯